# ক্রোড়পত্র (অ্যানেক্র) – এ

# এটিটি সম্পর্কিত বিশ্বজনীন টুলকিট

ANNEX A

**ATT UNIVERSALIZATION TOOLKIT**

## ক্রোড়পত্র (অ্যানেক্স) – এ

## এটিটি সম্পর্কিত বিশ্বজনীন টুলকিট


১) টুলকিটের উদ্দেশ্য কী? 3

২) এটিটি কী? 3

২.১) এই চুক্তি গৃহীত হল কেন? 3

২.২) অনুমোদন ও কার্যকর 3

২.৩) কত দেশ এটিটিতে যোগদান করেছে? 3

৩) এটিটির বিশ্বায়ণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? 4

৪) চুক্তিতে যোগদান করলে কি কিভাবে লাভবান হবে? 4

৪.১) স্বচ্ছতা 4

৪.২) শান্তি ও নিরাপত্তা 5

৪.২.১) মানব নিরাপত্তা 5

৪.২.২) জাতীয় নিরাপত্তা 5

৪.২.৩) আঞ্চলিক নিরাপত্তা 5

৪.৩) মানবাধিকার 5

৪.৪) স্থায়ী উন্নয়ন 6

৪.৫) বাণিজ্যস্তরের উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণ 7

৪.৬) সমগ্র যন্ত্রাদির এক সূত্রে আনা 7

৫) চুক্তিতে যোগদান করে দেশগুলো কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে? 7

৬) যেসব প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে 7

৬.১) চুক্তি বিশ্বব্যাপী অস্ত্রব্যবসায় কি পার্থক্য নিয়ে এল? 7

৬.২) যেসব দেশচুক্তিতে যোগদান করেনি তাদের অবস্থান কি? 7

৬.৩) চুক্তিতে কি কি সুযোগ আছে? 8

৬.৩.১) কি ধরনের অস্ত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত? 8

৬.৩.২) কি ধরনের হস্তান্তর এটিটি –এর অন্তর্ভুক্ত? 8

৬.৪) অংশীদার দেশসমূহ তাদের অঙ্গীকার বজায় রাখতে কিভাবে? 8

৬.৫) চুক্তি কি দেশগুলোকে আমদানীতে বাধা দেয়? 9

৬.৬) অ-সামরিক সংগঠনগুলোর চুক্তি প্রয়োগে ভূমিকা কী? 9

## ১) টুলকিটের উদ্দেশ্য কী?

বিশ্বজনীন চুক্তির জন্য কার্যকরী দলের সদস্যরা সার্বজনীন টুলকিট গড়ে তুলেছেন। এই টুলকিট হলো, তারা যাঁরা এটিটি এর বিশ্বায়ন এগিয়ে নিয়ে যেতে চান এমন দেশগুলো। এটিটির কার্যকরী সমিতি, জনসমাজ ইত্যাদি – তাঁদের জন্য এক জীবন্ত নথি। সি এস্ পি ৪ বা অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের চতুর্থ সম্মেলনের (কনফারেন্স অফ স্টেট পারটিস – ৪) অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত এবং এটিটি কার্যকরী দলের অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের সময় যেসব তথ্য ও অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে, সেইগুলোই হল টুলকিটের ভিত্তি।

## ২) এটিটি কী?

সমরাস্ত্র বাণিজ্য চুক্ত (আরমড ট্রেড ট্রিটি এটিটি) হলো এমন এক আন্তজার্তিক চুক্তি বা অস্ত্র হস্তান্তরের ওপর তদারকি, অবৈধ ও বিপথগামী বাণিজ্যকে বাধা দিয়ে তার সমূলে উৎপাটনের মাধ্যমে প্রচলিত অস্ত্রের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার পাশাপাশি আন্তজার্তিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

১ নম্বর ধারায় বিবৃত এই চুক্তির রূপরেখা হল নিম্নরূপ –

- সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সাধারণ আন্তজার্তিক ভিত্তি তৈরী করা যাতে প্রচলিত অস্ত্রের আন্তজার্তিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও উন্নীত করা যায়।
- প্রচলিত অস্ত্রের বিপথগামীতা ও অবৈধ বাণিজ্যকে বাধা দেওয়া ও বিনাশ করা।

যে লক্ষ্যে করা হয়েছেঃ-

- আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তা।
- সাধারণ মানুষের দুর্ভোগমোচন করা।
- প্রচলিত অস্ত্রের বাণিজ্যে, আন্তজার্তিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সহযোগিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধ উন্নত করা যাতে দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরযোগ্যতা গড়ে ওঠে।

বান কি মুন বলেছেন – ''বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বাণিজ্য বাধ্যতা, দায়িত্ব বোধ ও স্বচ্ছতা নিয়ে আসার জন্য আমাদের যৌথ উদ্যোগ এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে।''

এটিটি আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক স্তরে শান্তিনিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব দেয়, মানুষের দুর্ভোগ কমায় ও সহযোগিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপে মদত যোগায়।

## ২.১) এই চুক্তি গৃহীত হলো কেন?

এটিটি গৃহীত হয়েছে কারণ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য সবদেশ অনুমোদন করেছে যে, -

সাধারণ আন্তজার্তিক মান ছাড়া প্রচলিত সমরাস্ত্রের আমদানী রপ্তানি ও হস্তান্তরের ফলে সংঘর্ষ, অপরাধ, সন্ত্রাস এবং সাধারণ মানুষকে স্থানচ্যুত করা অবশ্যম্ভাবী হবে। ফলে পুর্নগঠন, স্থায়িত্ব, ক্রমশঃ অগ্রগতি, নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত করবে। (১ নম্বর অনুচ্ছেদের ৬১/৮৯ সাদ্ধান্ত, সমরাস্ত্র বাণিজ্য চুক্তিঃ- সাধারণ আন্তজার্তিক মান অনুসারে আমদানী, রপ্তানি ও প্রচলিত অস্ত্রের হস্তান্তর)।

## ২.২) অনুমোদন ও কার্যকরঃ-

২রা এপ্রিল ২০১৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে চুক্তি অনুমোদিত হয় এবং ২০১৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর কার্যকর হয়। এই প্রথম আইন রূপে প্রচলিত অস্ত্র হস্তান্তরের চুক্তি প্রয়োগ হলো।

## ২.৩) কত দেশ এটিটিতে যোগদান করেছে?

বর্তমানে ১০০টি দেশ এই চুক্তির অংশীদার। অন্যসব দেশ সই দিলেও এখনও অনুমোদন করেনি। এটিটিতে যোগদান দেওয়া দেশগুলোর বর্তমান অবস্থান জানার জন্য এবং আঞ্চলিক সূত্র বিবরণ জানার জন্য এটিটির ওয়েব সাইট দেখতে হবে।- https://www.theormstradetreaty.org/trealy-statas.html,templated=209883.

## ৩) এটিটির বিশ্বায়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সম্মেলনকে আনুষ্ঠানিক অধিবেশন রূপে গ্রহণ করেছে চুক্তির ১৭ (৪) ধারার রূপরেখা। ধারা ১৭(৪) (বি) এই সকল দেশের সম্মেলন নিয়ে নির্দিষ্ট করে বলেছে – 'এই চুক্তির বাস্তবায়ন ও সক্রিয়তা নির্দিষ্ট ভাবে এর সর্বাত্মক প্রচারে গৃহীত অনুমোদনকে ধরা হবে।' চুক্তির মূল বিষয়বস্তু – যেমন উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে – বিশ্বজুড়ে চুক্তির প্রচার নির্দেশ করে এবং দেশগুলোর সম্মেলনে ও এক উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপেও মান্যতা পেয়েছে। বস্তুতঃ চুক্তিটিকে সার্বজনীন করায় লক্ষ্যে সবথেকে গুরুত্ব দিয়ে CSP3 চুক্তি বিশ্বায়ন কার্য সমিতি (ওয়াকিং গ্রুপ অব টিট্রি ইউনিভার্সালাইজেশন WGTU) গঠন করেছে, যাদের ওপর চুক্তির বিশ্বায়ন অগ্রধিকাররূপ চুক্তির বিশ্বায়নের উদ্দেশ্যে উপলব্ধি করার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চুক্তির পক্ষে সদস্য বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত চুক্তির বিশ্বায়ন। আর্থাৎ আরও বেশী সংখ্যক দেশের যোগদান সুনিশ্চিত করা। যদিও বিশ্বজনীন এর অর্থ চুক্তিতে নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করা নেই। এর সক্রিয়তা বলতে বোঝায় চুক্তির এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করা। এটিটিতে যোগদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আন্তজার্তিক নিয়ন্ত্রণে যদি যথেষ্ট সংখ্যক দেশ সম্মত হয় তবেই চুক্তি কার্যকরী হওয়া সম্ভব হয়। একটা লক্ষন দেখা যাচ্ছে যে কিছু বিবেকবান মানুষ রপ্তানিকারী অস্ত্র হস্তান্তরের ঝুঁকি বুঝতে পেরেছেন। বর্তমানেও বেআইনী অস্ত্রের উৎস হল নিয়ন্ত্রণহীন স্থান।

বাস্তবে, সামান্য কিছু চুক্তি বা প্রচলিত ব্যবস্থা আছে যেসব বিষয়ে সব দেশ অংশীদার। সুতরাং কত সংখ্যক ও কিরূপ দেশ এটিটি বিশ্বায়নের জন্য আমাদের গ্রহণ করা প্রয়োজন? ২০১৮ সালে এটিটি এর সম্পাদকমণ্ডলী পর্যালোচনা করে অস্ত্র আমদানী ও রপ্তানিতে যুক্ত উপরের সারিতে থাকা ৫০ টি দেশের মধ্যে কতগুলো দেশ এই চুক্তির অংশীদার। দেখা যায় যে রপ্তানিতে যুক্ত শীর্ষে থাকা বেশীর ভাগ দেশ এই চুক্তিতে যুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর সেরা রপ্তানি দেশের ৭৩ শতাংশ, যারা ৭১ শতাংশ অস্ত্র রপ্তানি করে, তারা চুক্তিতে সই করেছে এবং অংশীদার। কেবল ৫৩ শতাংশ শীর্ষে থাকা আমদানীকারী দেশ যারা ৩৬ শতাংশ মোট আমদানী অস্ত্র নেয়, তারা সই করেছে বা অংশীদার। বিশ্বায়নের জন্য অনেক কাজ এখনও বাকি আছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে বলা যেতে পারে যে অনেক দেশ এই চুক্তির অংশীদার এবং তার সফল প্রয়োগও করেছে। ফলে চুক্তির নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার দায়বদ্ধতা – এমনকি যে দেশ অংশীদার নয় তা প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট কত সংখ্যক দেশ নিয়ে তা বোঝানো যায় না। বরং দেশের ব্যবহারে বোঝা যায়।

## ৪) চুক্তিতে যোগদান করলে কি কি ভাবে লাভবান হবে?

১ নং ধারায় এটিটির লক্ষ্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে (নথির ১ নং বিভাগ) এবং যা ইতি বাচক ফলের জন্য অপরিহার্য যোগাদনের অর্থ হল এটিটি এর শর্তপ্রয়োগে বিশ্ববাসীর প্রতিনিদিত্ব। ১ নং ধারায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি হল, দেশসমূহের দ্বারা সুপরিচালিত প্রচলিত অস্ত্রের আন্তজার্তিক বাণিজ্যের রূপায়ন।

**৪.১) স্বচ্ছতাঃ-** এটিটি –এর প্রাথমিক প্রতিবেদন স্বচ্ছতার প্রয়োগে ও বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর ব্যাপারে এবং স্বেচ্ছায় তথ্য আদান-প্রদানে উৎসাহিত করেছে।

এটিটি সব দেশকে স্বচ্ছতা বজায় রেখে দ্বিপাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক স্তরে যোগাযোগ গড়ে তোলার সম্মতি দিয়েছে। যা সাহায্য করে যাবে নিম্নরূপভাবে –

অভিন্ন স্বার্থের বিষয় চিহ্নিতকরণ।

পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তোলা।

উপায়ে মূল্যায়ন বাণিজ্যস্তর সুদৃঢ় করার জন্য এক যোগে কাজ। চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজ উপায়েমূল্যায়ন। অস্ত্র হস্তান্তরের প্রবণতাকে শনাক্তকরা।

কিভাবে সব দেশ চুক্তি প্রয়োগ করছে ও সেরা অনুশীলন নিরুপন করছে তার গভীরভাবে নিরীক্ষণ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আরও সহজ করা। সম্পদশালী দেশের সঙ্গে যে দেশের সহযোগিতা প্রয়োজন তাদের জোটবন্ধন।
একই সঙ্গে আছে সব দেশেরই নিজস্ব জাতীয় নিরাপত্তার ভাবনা। এটিটি সেইসব দিক বিবেচনা করে দেশগুলোকে স্পর্শকাতর বাণিজ্যিক বিষয় ও জাতীয় নিরাপত্তার তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে বাদ দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে বা জনসমক্ষে যাতে না আসে সেই ব্যাপারেও ভাবনা আছে।

**৪.২) শান্তি ও নিরাপত্তাঃ**

**৪.২.১) মানবনিরাপত্তাঃ-** এটিটি এর প্রস্তাবনায় স্বীকার করা হয়েছে, প্রচলিত অস্ত্রের অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবকল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর আঘাত হানছে। মানব নিরাপত্তার উপর অস্ত্র প্রাপ্যতা ও তার অপব্যবহারের প্রত্যক্ষও অপ্রত্যক্ষ প্রভাব আছে সংঘাত হওয়া বা না হওয়া উভয়ক্ষেত্রেই। শুধুমাত্র জীবনহানি বা শারীরিক ক্ষতিই নয়, তাছাড়াও জনগোষ্ঠীকে স্থানচ্যুত করা, স্বাস্থ্য-পরিষেবা, শিক্ষা ও খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ও দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তার পরিবারে অর্থনৈতিক ও মানসিক দুর্দশার দিকেও ঠেলে দিচ্ছে। অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ এবং পরিবন্টনের ফলে অস্ত্র সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে ও সংঘর্ষ পরবর্তী সময়ে জনসমাজের সমস্যা চলতেই থাকছে। মানুষের নিরাপত্তার অবদান আছে এটিটি –এর। ৬ (৩) ধারা প্রচলিত অস্ত্রের অনুমোদন যেকোন উপায়ে হস্তান্তর থেকে দেশগুলোকে নিবৃত্ত করে।

"অনুমোদনের সময় যদি জানা থাকে যে এই অস্ত্র গণীহত্যার জন্য, মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের জন্য এবং যা কিনা ১৯৪৯ সালের বোনিভা চুক্তির লঙ্ঘন করেছে যেমন অসামরীক ক্ষেত্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তার ওপর আঘাত এসবই তো আন্তজার্তিক চুক্তিতে যুদ্ধাপরাধ বলে বিবৃত আর সেই দেশও তো তার সমান অংশীদার।"

**৪.২.২) জাতীয় নিরাপত্তাঃ-**

সহজলভ্য অস্ত্র যেন দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারিকের অধিকারে থাকে সেটা নিশ্চিত করা ও অপরাধমূলক কর্মে জড়িত সংগঠনে অস্ত্র যোগানের বিলুপ্তির ক্ষেত্রে চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা। অবৈধ অস্ত্রের উপস্থিতি দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা ও আইন প্রণয়কদের অন্তদের্শীয় নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে।
চুক্তিতে সম্মতি প্রদানকারী দেশের বর্তমান ব্যবস্থার ব্যবধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। দেশের আভ্যন্তরিন ব্যবধানের বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, এমনকি ব্যবধানগুলো বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য ও জাতীয় অস্ত্র ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সর্বাঙ্গিণ করে গড়ে তোলা।

একথা স্পষ্ট বলা হয়েছে – কোন দেশের অস্ত্রশস্ত্রের আন্তজার্তিক ঘোরাফেরা বা কোন দেশ অপর কোন দেশকে অস্ত্র স্বত্বাধিকায় ব্যবহার করতে দিলে চুক্তি প্রযুক্ত হবে না। সুতরাং সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির জন্য যন্ত্রাদির হস্তান্তর কোনভাবেই চুক্তির অন্তভুক্ত নয়। যদি মিশন এই প্রশ্নের সম্মুখিন হয় অথবা অস্ত্রের পুনঃহস্তান্তরকে ছেড়ে দিয়ে আশা না করা যায় – সেই শর্ত ছাড়া ঝুঁকির সম্ভাবনা পরিমাপ করা নিষ্প্রয়োজন।

**৪.২.৩) আঞ্চলিক নিরাপত্তাঃ-**

সীমান্তে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রবাহ রোধ / প্রতিরোধ করতে এবং যা ক্রমাগত আঞ্চলিক নিরাপত্তায় প্রচলিত অস্ত্র ব্যবহারের সুস্থিতি নষ্ট করছে, সেক্ষেত্রে এটিটি কাজে লাগবে।

এই চুক্তি পারস্পরিক সহযোগিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বপূর্ণ যৌথ উদ্যোগে উৎসাহ যোগায় এবং বর্তমান আঞ্চলিক কাঠামো সুদৃঢ় করার জন্য এক পরিকাঠামো গড়ার ব্যবস্থা করে, যাতে বিপথগামী ও অবৈধ বাণিজ্য প্রতিরোধ করা যায়।

**৪.৩) মানবাধিকারঃ-**

৬ ও ৭ নং ধারার অন্তভুক্তির পর এটিটির প্রয়োজনে সকল দেশকে অস্ত্র হস্তান্তরের সিদ্ধান্তে আন্তজার্তিক মানবাধিকার আইন ও আন্তজার্তিক লোকহিতকামী আইনকে প্রাধান্য দিতে হবে। ৭ নং ধারা অনুসারে যেকোন দেশ অস্ত্র হস্তান্তরের আগে সেটা স্বল্প পরিমাণ প্রচলিত অস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম বা যন্ত্রাংশ ও উপকরণ যে সব চুক্তির ২ (১)

৩ ও ৪ ধারা অন্তভুক্ত সেই মোতাবেক ঝুঁকির পরিমাপ নির্ণয় করবে এবং সেক্ষেত্রে রপ্তানি করা অস্ত্র আন্তজার্তিক মানবধিকার বা আন্তজার্তিক লোকহিতকর আইনের গুরুত্ব লঙ্ঘন করে সহজেই ব্যবহার করার ঝুঁকির প্রাধান্য আছে সেখানে প্রস্তাবিত রপ্তানি বাতিল করবে।

এটিটি আন্তজার্তিক মানবাধিকার আইনকে শক্তিশালী করা ও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রচলিত অস্ত্রের বাণিজ্যের ঝুঁকির পরিমাপ পদ্ধতি এনে এবং সেটাকে প্রবলভাবে কার্যে পরিণত করার মাধ্যমে মানবাধিকার মানদণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে সাহায্য করেছে।

বিবাদের নেতিবাচক প্রভাব এবং মহিলা ও শিশুদের ওপর সশস্ত্র নিপীড়ন, ৭.৪ ধারায় লিঙ্গভিত্তিক অত্যাচারের বিষয়টি স্পষ্টভাবে সামনে এনেছে এবং চুক্তিটিকেও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

**৪.৪) স্থায়ী উন্নয়নঃ-**

স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য (সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট গোল, এস.ডি.জি) অর্জনে চুক্তি ভূমিকা নিতে পারে। ১৬.৩ ধারা ২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অস্ত্রের সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা, SDG ৫.২ ধারা অনুসারে নারী ও বালিকাদের ওপর সবধরনের উৎপীড়ন দূর করা এবং এস.ডি.জি ১১ নং ধারা অনুসারে শহরকে নিরাপদ সর্বব্যাপী ও প্রাণবন্ত স্থায়িত্বদান। এটিটি কিভাবে এস.ডি.জি এর প্রয়োগে সাহায্য করবে সেটা এটিটি কার্যকরী দলের করণীয় আর তারা বিবেচনা করেই সংঘবদ্ধ করবে। চুক্তির স্বচ্ছতা, নথিসূত্র, প্রতিবেদন তথ্য সংগ্রহ ও আন্তজার্তিক সহযোগিতার যে ব্যবস্থা আছে তার থেকেই এস.ডি.জি ১৬-এ ধারার লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করা যাবে। যে ধারার মূল লক্ষ্য হল – "প্রাসঙ্গিক জাতীয় সংস্থাগুলো শক্তিশালী করা, আন্তজার্তিক সহযোগিতার মাধ্যমে অন্তভুক্ত সর্বস্তরে সামর্থ্য বৃদ্ধি ও নির্দিষ্টভাবে উন্নয়নশীল দেশে সন্ত্রাস ও অপরাধের প্রতিবাদ করে উৎপীড়ন বন্ধ করা।"

**৪.৫) বাণিজ্যস্তরের উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণঃ-**

এটিটি একটি বিশ্বব্যাপী মান তৈরী এবং ঝুঁকির সম্ভাবনা নির্ণয়পূর্বক হস্তান্তর নিশ্চিত করতে চায়। পরিকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তজার্তিক মান প্রতিষ্ঠা ও অস্ত্র বাণিজ্যের একটা স্তর তৈরী করতে এটিটি সাহায্য করছে।

শিল্প সংস্থার সদস্যগণ এইজন্য এটিটিকে সমর্থন জানিয়েছেন। এর মধ্যে তারা নিশ্চয়তার এমন এক শক্তিশালী উপাদান দেখেছেন যে নতুন উৎপাদক ও রপ্তানিকারী যারা আসছে তাদের একই মান মেনে চলতে হবে এমনকি দীর্ঘদিনের রপ্তানিকারী দেশসমূহের ক্ষেত্রেও এই এক কথাই প্রযোজ্য।

কোম্পানীগুলোও তাদের জনমুখী ভূমিকাকে বজায় রাখতে সচেতন হচ্ছে ও কারবারী অগ্রসরে মানব নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এটিটি এই সুবিধা উন্নত করার চেষ্টা করছে।

**৪.৬) অন্যান্য যন্ত্রের সাথে সমন্বয়ঃ-**

এটিটি আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক সব যন্ত্রাদি যেমন ছোট অস্ত্র ও ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর রাষ্ট্রসংঘের আচরণবিধিকে সমর্থনও অভিনন্দন জানায়।

**৫) চুক্তিতে যোগদানকারী দেশগুলো কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে?**

চুক্তি বিশ্বায়নের কার্যকরীদল (ডব্লু.জি.টি.ইউ) চুক্তির বিশ্বায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য অপূর্ণতার তালিকা প্রস্তুত করেছে এবং তা সি.এস.পি-৪ এর কর্মপরিকল্পনার প্রস্তুতি সভায় সংযুক্তও হয়েছে। (Annex a, ATT/CSP-4/WGTU/2018/ CHAIR/ 249/ MIWORking plan).

১) অনুমোদনের জন্য রাজনৈতিক সচেতনা বুদ্ধি।

২) সরকার বা লোকসভার অগ্রাধিকার তালিকায় এটিটি –এর অন্তভুক্তি।

৩) এটিটির লাভ বোঝা ও এর প্রতি সংশয় দূরীকরণ।

৩.১) চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা।

৩.২) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়ের সংশয়।

৪) দেশীয় রাজনীতি ও নিরাপত্তা।

৪.১) সাধারণ নির্বাচন।

৪.২) অস্ত্রব্যবসা।

৪.৩) সংঘর্ষ ইত্যাদি।

৫) আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি।

৬) অনুমোদনের জন্য দেশীয় পদ্ধতির গতিবৃদ্ধিঃ-

৬.১) বর্তমান দেশীয় ব্যবস্থার আইন বজায় রেখে সরকারের পক্ষে চুক্তির বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের মূল্যায়ণ করতে সময় লাগছে।

৬.২) প্রয়োজনীয় দেশীয় আইন তৈরী করতে সময় লাগবে।

৬.৩) মন্ত্রীমণ্ডলী বা সরকারের সঙ্গে লোকসভার সমন্বয় জরুরী।

৬.৪) সরকারী আমলাদের ঘনঘন স্থান বদল পরিবহন পরিপন্থী।

৭) গড়ে তোলার দক্ষতাঃ

৭.১) মানবসম্পদ ও বিশেষজ্ঞান (চুক্তি প্রয়োগের জন্য)।

৭.২) অর্থনৈতিক সম্পদ (অর্থনৈতিক দায়মেটানোর জন্য)।

৮) প্রতিবেদন পেশ করার দায়ঃ-

৮.১) স্বচ্ছতার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সবার দ্বিধাদ্বন্দ আছে, প্রতিবেদনও বড়।

৮.২) জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রতিবেদনের বিষয় সমূহ স্পর্শকাতর।

৮.৩) ক্লান্তি উদ্রেককারী প্রতিবেদন।

৯) অন্যদের দ্বারা অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা (প্রতিবেশী দেশ, বড় আমদানী ও রপ্তানিকারী)।

১০) এটিটির আলোচনা সভায় মূল বিষয় সহ সব দৃষ্টিভঙ্গির উর্দ্ধে যাওয়া।

১০.১) ভোটের মাধ্যমে চুক্তি অধিগ্রহণ।

১০.২) চুক্তিতে বিশেষ বাধ্যবাধকতার অস্তিত্ব।

## ৬) যে সব প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে আসেঃ

### ৬.১) চুক্তি বিশ্বব্যাপী অস্ত্রব্যবসায় কি পার্থক্য নিয়ে এলো?

এটিটির উল্লেখ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে গণ মাধ্যমে অস্ত্রহস্তান্তর বিষয়ে অংশীদার দেশসমূহের মধ্যে। একইভাবে জনসমাজ ও সংবাদ মাধ্যমগুলি জানতে চাইছে যে অংশীদার দেশ এটিটি –এর বিধিসম্মত আলোকে করছে কিনা অস্ত্রহস্তান্তর –এর বিষয়টি। অস্ত্র হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দায়িত্ব বোধ রাখতে এটিটি একগুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে – বস্তুতপক্ষে মানদণ্ড হিসাবেই। এখনই এটিটি এর বাস্তব প্রভাব বিচার পূর্ণমাত্রায় করা তাড়াহুড়ো হতে পারে। তবে প্রমাণ আছে যে অনেক অংশীদার দেশই তাদের অস্ত্ররপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ এনে এটিটি –এর শর্ত পালন করছে এবং অন্যরা এই শর্ত মানার জন্য রাজনৈতিক চাপের সম্মখীন হচ্ছে।

### ৬.২) যেসব দেশ চুক্তিতে যোগদান করেনি তাদের অবস্থান কী?

এটিটি কমসময় হল এসেছে। মাত্র চার বছরের কার্যকরীতায় এটিটিতে ১০০টি দেশ যুক্ত হয়েছে এবং যেকোন নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে দ্রুততার সঙ্গে অনুমোদন ও অংশগ্রহণ করছে। চুক্তিতে সই প্রদানকারী বহুদেশ চুক্তির প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে ও চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাতে ভঙ্গ না হয় সেই দায় বিশ্বাসের সাথে বজায় রেখেছে। (১৯৬৯ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের চুক্তি আইন – ধারা ১০ ও ১৮ নং)।

কিছু সংখ্যক দেশ এই চুক্তিতে এখনও অংশগ্রহণ করেনি তবে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ও যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিছে। ২০১৪ সালে চুক্তি কার্যকর হবার পর সই করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু চুক্তি নিজস্ব পর্য্যাপ্ত সংখ্যক দেশকে এর অংশীদার করেছে ও চুক্তির বিধান প্রয়োগ করছে, এমনকি যেসব দেশ চুক্তিতে যোগ দেয়নি

তারাও চুক্তির নীতির সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকার চাপ অনুভব করছে কারণ দায়িত্বপূর্ণ অস্ত্র হস্তান্তরের বিশ্বমান এর দ্বারা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

### ৬.৩) চুক্তিতে কি কি সুযোগ আছে?

নির্দিষ্ট বিভাগের অস্ত্রের নির্দিষ্ট ধরণের হস্তান্তর চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

### ৬.৩.১) কি ধরণের অস্ত্র চুক্তির অন্তভুক্ত?

এটিটি প্রচলিত অস্ত্রের নিম্নলিখিত বিভাগের আন্তর্জাতিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে।

১) যুদ্ধের ট্যাঙ্ক।

২) অস্ত্র সজ্জিত যুদ্ধের মানবাহন।

৩) বড় বড় সমরাস্ত্র।

৪) যুদ্ধ বিমান।

৫) যুদ্ধে ব্যবহৃত হেলিকপ্টার।

৬) যুদ্ধ জাহাজ।

৭) মিসাইল ও মিসাইল উৎক্ষেপক।

৮) ছোট ও হাল্কা যুদ্ধাস্ত্র।

যুদ্ধাস্ত্র/যুদ্ধের উপকরণ যার দ্বারা গুলিবর্ষণ, উৎক্ষেপন বা যোকোন প্রকার নিষ্ক্রমণ ঘটানো হয় উল্লিখিত অস্ত্রের সাহায্যে, যেসব রপ্তানির বিষয়ে ও যন্ত্রাংশ, উপকরণ রপ্তানি যা প্রচলিত অস্ত্রনির্মানে ব্যবহৃত হবে – সেক্ষেত্রেও এটিটি –এর প্রয়োগ হবে (ধারা নং ৩৩৪)।

### ৬.৩.২) কি ধরনের হস্তান্তর এটিটি এর অন্তভুক্ত?

নিম্নলিখিত আদান-প্রদানগুলি এটিটি নিয়ন্ত্রণ করে,

রপ্তানি

আমদানি

পরিবহন ও জাহাজ পরিবহন

দালালি

যদি কোনো দেশ প্রচলিত অস্ত্র নিজ অধিকারে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আন্তজার্তিক স্তরে চলাচল করায় সেটা কখনই এটিটি –এর এক্তিয়ারভুক্ত হবে না। এছাড়াও এটিটি অনুমোদন দিয়েছে, নিজ নিরাপত্তাও শান্তি রক্ষার্থে কোন দেশের প্রচলিত অস্ত্রসংগ্রহ সেই দেশের বৈধ অধিকার (৭ নং অনুচ্ছেদ এটিটি)।

### ৬.৪) অংশীদার দেশসমূহ তাদের অঙ্গীকার রাখছে বুঝবো কিভাবে?

প্রতিটি দেশ তাদের প্রতিবেদন এটিটি –এর কাছে পেশ করে এবং সেটা থেকেই দেশটি চুক্তির দায়বদ্ধতা প্রয়োগ করছে কিনা তা বোঝা যায়। অংশীদার হওয়ার পর প্রতিটি দেশকে প্রথম বছরেই প্রয়োগ প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করতে হয় ও এ্যাডহক ভিত্তিতে কখন নতুন প্রয়োগ পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে তার সাম্প্রতিক তথ্য প্রাথমিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়।

অধিকন্তু, এটিটি –এর সম্পাদকমণ্ডলী অংশীদার দেশ সমূহের, বিশেষ দায়বদ্ধতার তথ্য প্রকাশ করে যেমন – অর্থনৈতিক অনুদান, জাতীয় নিয়ন্ত্রনের তথ্যলিপি (৫ নং ধারা), উপযুক্ত আইন প্রয়োগ, প্রশাসন (৫ নং ধারা), জাতীয় যোগাযোগ কেন্দ্র (৫ নং ধারা) ও বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ (১৩ নং ধারা)। তথ্য এটিটির ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে, তবে বিশেষ তথ্য নির্দিষ্ট অংশীদার দেশের জন্যই সীমাবদ্ধ। জন সমাজও চুক্তি প্রয়োগে দেশসমূহের দায়বদ্ধতার প্রতি ভূমিকা নেয় ও নিয়ন্ত্রণ করে।

অংশীদার দেশ এটিটি –এর প্রতি দায়বদ্ধতার আলোকে হস্তান্তর করছে কিনা সে ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমও প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। প্রতিটি দেশের নৈপুণ্য ও সম্মতিদানে উৎসাহ যাচাই করা এটিটি এর অনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা পদ্ধতির মধ্যে নেই।

### ৬.৫) চুক্তি কি দেশগুলোকে অস্ত্র আমদানীতে বাধা দেয়?

প্রচলিত অস্ত্র যুদ্ধ সরঞ্জাম বা যুদ্ধউপকরণ, যন্ত্রাংশ প্রেরনে যদি আন্তজার্তিক বিধির লঙ্ঘন হয় অথবা হস্তান্তরিত অস্ত্র গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের জন্য ব্যবহৃত হবে সে বিষয় সংশ্লিষ্ট দেশের নজরে থাকে তাহলে এটিটি ৬ নং ধারা অনুসারে সেই হস্তান্তর নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সুতরাং বিশেষ অবস্থার অস্ত্র আমদানীতে এটিটি অংশীদার দেশকে বাধাদের বা নিষিদ্ধ করে।

যদি প্রস্তাবিত প্রচলিত অস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ আমদানী বা হস্তান্তরে ৬ নং ধারার উলঙ্ঘন না হয় আবার রপ্তানিকারী দেশ যদি এটিটি এর অংশীদার না হয় তাহলে ঝুঁকির সম্ভাবনা বুঝে ৭ নং ধারা অনুযায়ী পুর্ণমূল্যায়ন করা হবে যে অস্ত্র বা উপকরণ আন্তজার্তিক মানবাধিকার আইন গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য সহজেই ব্যবহার করা হবে কিনা।

আন্তজার্তিক প্রথা ও আচরণবিধি অনুসারে, সন্ত্রাসবাদ জনিত অপরাধ এবং সেই দেশ এর সঙ্গে জড়িত বা বহুজাতিক অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে এবং ঐ দেশ সে ব্যাপারে মদত দিচ্ছে কিনা এই ধারা সেই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ সম্বলিত। দেশ ৭.১ নং অনুসারে কোনো নেতিবাচক অবস্থা বা ঝুঁকির প্রাধান্য বোঝা যায় তবে রপ্তানি কোনভাবেই অনুমোদন পাবে না আর আমদানীকারী দেশ আমদানী করবে না। আমদানীকারী দেশ অংশীদার হোক না হোক এর কোনো হেরফের হবে না। আমদানীকারী দেশ বা অন্তিম ব্যবহারকারী যেইহোক, রপ্তানিকারী দেশ যে আবার চুক্তির অংশীদার রপ্তানি ঝুঁকি বহুল বুঝতে পারলে সেই দেশে রপ্তানি করেত অস্বীকার করা আবশ্যক।

সংক্ষেপে কোন দেশের প্রচলিত অস্ত্র আমদানীর ক্ষমতা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য এটিটি এর আয়ত্বাধীন। তবে এ নিয়ে আরও করনীয় আছে যেমন, এটিটি এর অংশীদার যে দেশ রপ্তানি করছে ৬ ও ৭ নং ধারা অনুসারে সেই দেশ দেখবে আমদানীকারী দেশ চুক্তির অংশীদার কিনা।

### ৬.৬) অ-সামরিক সংগঠনগুলোর চুক্তি প্রয়োগে ভূমিকা কী?

এটিটি -এর বিশ্বায়ন ও প্রয়োগে জনসমাজ সক্রিয়ভাবে জড়িত। অসামরিক সংগঠনগুলো জাতীয় ও আন্তজার্তিক স্তরে বিশ্বায়ন সমর্থন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালাচ্ছে। এরা স্থির লক্ষ্যে প্রচার, তথ্য আদান-প্রদান এবং রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের জন্য জনসাধারণের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। নিম্নলিখিতগুলি জনসমাজের কার্যক্রমের মধ্যে পড়েঃ-

সরকারকে চুক্তিতে রাজি করানোর জন্য অভিজ্ঞতা ও উপদেশ দেওয়া। সম্পত্তিও অনুমোদনের সমর্থনে টুলকিট, প্রচারের উপাদান এবং সম্পদ উপাদান দিয়ে সাহায্য করে পথ দেখানো।

চুক্তির ফলদায়ক প্রয়োগের সমর্থনে NGO ও বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অধিকারিকদের নিয়ে আঞ্চলিক সভা সম্মেলন সংগঠিত করা।

গবেষক ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা ও এদের নিয়ে যৌথ সম্প্রচার করা, যেন তাঁরাও চুক্তির বিধিব্যবস্থা ও প্রয়োগ সমর্থন করে।

জনসাধারণকে সচেতন ও উৎসাহিত করা যেন সবাই জাতীয় সমর্থন ও প্রয়োগের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

চুক্তির সম্মতিও প্রয়োগের আনুগত্য বজায় রেখে দেশ কাজ করছে কিনা তার পর্য্যবেক্ষন করা।